দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ 04 NOV 2016
পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ১

শিক্ষকের কাণ্ড ॥ সন্তান একজন, ভাতা নিচ্ছেন দুজনের

নিজস্ব সংবাদদাতা, বাউফল, ৩ নবেম্বর ॥ শিক্ষকতা করেন এক স্কুলে । আর বেতন নিচ্ছেন অন্য স্কুল থেকে। শুধু তাই নয়, এক সন্তান তার। অথচ শিক্ষাভাতা নিচ্ছেন দুই সন্তানের। এমন অভিযোগ শহিদুল ইসলামের বিরুদ্ধে। তিনি বাউফলের পশ্চিম খেজুরবাড়িয়া সরকারী প্রাইমারী স্কুলের সহকারী শিক্ষক হিসাবে চাকরি করলেও গত সাত মাস পর্যন্ত বেতন উত্তোলন করছেন একই উপজেলার দক্ষিণ কায়না সরকারী প্রাইমালী স্কুল থেকে। তার এক সন্তান হলেও দুই সন্তানের নামে পাঁচ শ' টাকা করে মোট এক হাজার টাকা শিক্ষাভাতা নিচ্ছেন। উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তার কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, শহিদুল দক্ষিণ কায়না সরকারী প্রাইমারী স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। বিভিন্ন অনিয়মের অভিযোগে তাকে গত ফেব্রুয়ারি মাসে সহকারী শিক্ষক হিসাবে পদাবনতি দিয়ে ২৩ মার্চ পশ্চিম খেজুরবাড়িয়া সরকারী প্রাইমারী স্কুলে বদলি করা হয়। শহিদুল ইসলাম সত্যতা স্বীকার করে বলেন, পূর্বের বিদ্যালয়ে থেকেই বেতন উত্তোলন করছি। আর আমার একটি মাত্র সন্তান। তাহলে কিভাবে অন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে বেতন নিচ্ছেন ও দুই সন্তানের নামে শিক্ষাভাতা নিচ্ছেন? এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, সমাজে কত অনিয়ম হয় তা দেখেন না? এ বিষয়ে পশ্চিম খেজুরবাড়িয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক (ভারপ্রাপ্ত) মোঃ ফারুক হোসেন কোন মন্তব্য করতে রাজি হননি। উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা মোঃ রিয়াজুল হক বলেন, আমি সম্প্রতি যোগদান করেছি। এ বিষয়ে খোঁজ নিয়ে উর্ধতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা হবে। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা হোসনে ইয়াসমিন করিমী বলেন, এ রকম হওয়ার কথা না। তদন্ত সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে।